22 APR 2016

সমকাল

কুয়েটে ১১ কোটি টাকার টেন্ডার নিয়ে আ'লীগ-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ

■ খুলনা ও রাজশাহী ব্যুরো

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) ১১ কোটি টাকার কাজের দরপত্র জমা দেওয়া নিয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে কুয়েট ছাত্রলীগের ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক পরিমল কুমার রায় ও রুদ্র সিনহা আহত হন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে সাধারণ ঠিকাদাররা অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগ নেতারা ওই কাজ ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন। আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতাদের বাধার কারণে তারা দরপত্র জমা দিতে পারেননি। এ ছাড়া রাজশাহীতে কোটি টাকার দরপত্র জমাদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে।

কুয়েটের প্রধান প্রকৌশলী এবিএম মামুনুর রশীদ জানান, কুয়েটের লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ও একাডেমিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের দরপত্র জমার শেষ দিন ছিল বৃহস্পতিবার। এ কাজে মোট ১৭টি দরপত্র বিক্রি হয়। এর মধ্যে জমা পড়েছে চারটি। তিনি বলেন, টেন্ডার নিয়ে কুয়েটের ভেতরে কিছু হয়নি। বাইরে কোনো ঘটনা ঘটলে এর দায়ভার কুয়েট নেবে কেন?

একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করেন, গতকাল সকাল থেকে খানজাহান আলী থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান এবং যুবলীগ নেতা ও ইউপি সদস্য আরিফ হোসেন লোকজন নিয়ে কুয়েটের ফটকে অবস্থান নেন। আরেক গ্রুপ অবস্থান নেন দরপত্র বাক্সের সামনে। তাদের বাধার কারণে অন্য কোনো ঠিকাদার দরপত্র জমা দিতে পারেননি। দুপুর ১২টার দিকে কুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মোল্লা আশিকুর রহমানের দরপত্র জমা দিতে যান কর্মীরা। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষে দু'জন আহত হন। আওয়ামী লীগ নেতা মো. আনিসুর রহমান বলেন, 'টেন্ডার নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়নি। সবাই মিলেমিশে সিডিউল জমা দিয়েছেন।'

রাজশাহীতে টেন্ডার জমা দিতে বাধা

এদিকে রাজশাহীর সিভিল সার্জন অফিসের কোটি টাকার দরপত্র জমা দিতে বাধা দিয়েছে ছাত্রলীগ। ঠিকাদাররা সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে রাখা টেন্ডার বাক্সে দরপত্র ফেলতে গেলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বাধা দেয়। এ সময় সেখানে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে ঠিকাদাররা দরপত্র জমা দেন। ঠিকাদারদের অভিযোগ, পৌনে ১১টার দিকে দরপত্র জমা দিতে গেলে মহানগর ছাত্রলীগের হেতেমখাঁ এলাকার কিছু নেতাকর্মী তাদের বাধা দেন। তবে রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান রাজীব বলেন, 'ছাত্রলীগের কেউ টেন্ডার দাখিল করতে যায়নি।